শুধু তোমাকে

BANGLADARSHAN.COM

পার্থপ্রতীম বিশ্বাস

মানসী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত না
সিন্ধু হতে মুক্তো আসে, খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

BANGLADARSHAN.COM

একা মোর গানের তরী

অতুলপ্রসাদ সেন

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন জলে।
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে?
যা ছিল কল্পমায়া, সে কি আজ ধরল কায়া?
কে আমার বিফল মালা পরিয়ে দিল তোমার গলে?
কেন মোর গানের ভেলায় এলে না প্রভাত বেলায়?
হলে না সুখের সাথী জীবনের প্রথম দোলায়?
বুঝি মোর করুণ গানে ব্যথা তাঁর বাজল প্রাণে,
এলে কি দুকূল হতে কূল মেলাতে এ অকূলে?

BANGLADARSHAN.COM

মোর প্রিয়া হবে

কাজী নজরুল ইসলাম

মোর প্রিয়া হবে এস রানী, দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল॥
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা,
হংস-সারির দুলানো মালিকা।
বিজলী জরিন ফিতায় বাঁধিব মেঘ রং এলোচুল॥
জ্যোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়,
রামধনু হতে লাল রং ছানি' আলতা পরাব পায়।
আমার গানের সাত-সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব প্রিয়া।
তোমারে ঘেরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুলবুল॥

BANGLADARSHAN.COM

দু’জন

জীবনানন্দ দাশ

‘আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো; এক নক্ষত্রের নিচে তবু–একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দু’জনে আছি; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি?’–বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এলো–মনে হয়–যেন কিছু চেয়ে–কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশ্বত্থের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়ে-চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল।

BANGLADARSHAN.COM

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে; চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে; ‘পৃথিবীর পুরোনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি; তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল; একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরোত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে’

এই বলে ম্রিয়মান আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়িয়ে রহিল হাঁটুভর!
হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির;

প্রেমিকের মন হল 'এই নারী–অপরূপ–খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর–জানিত বাসনা নিজে–বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।'

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিদান

জসীমউদ্দিন

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী;
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;
সে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

BANGLADARSHAN.COM

মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখী, তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে

হুমায়ুন কবীর

কী আর এমন ক্ষতি যদি আমি চোখে চোখ রাখি
পদাবলী পড়ে থাক সাতাশে জুলাই বহুদূর
এখন দুপুর দ্যাখো দোতলায় পড়ে আছে একা
চলো না সেখানে যাই। করিডোরে আজ খুব হাওয়া
বুড়ো বটে দুটো দশে উড়ে এলো ক'টা পাতিকাক।
স্নান কি করোনি আজ? চুল তাই মৃদু এলোমেলো?
খেয়েছ তো? ক্লাস ছিলো সকাল ন'টায়
কিছুই লাগে না ভালো; পাজামা প্রচুর ধুলো ভরা
জামাটায় ভাঁজ নেই পাঁচদিন আজ
তুমি কি একটু এসে মৃদু হেসে তাকাবে সহজে
বলোনি তো কাল রাতে চাঁদ ছিল দোতলার টবে
নিরিবিলি কটা ফুলে তুমি ছিলে একা

BANGLADARSHAN.COM

সেদিন সকালে আমি, গায়ে ছিলো ভাঁজভাঙা জামা
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথে, হাতে ছিলো নতুন কবিতা
হেঁটে গেলে দ্রুত পায়ে তাকালে না তুমি
কাজ ছিলো নাকি খুব? বুঝি তাই হবে।

ওদিকে তাকাও দ্যাখো কলরব নেই করিডোরে
সেমিনার ফাঁকা হলো হেড স্যার হেঁটে গেল ওই।
না-না-যেও না তুমি, চোখে আর তাকাবো না আমি
বসে থাকি শুধু এই-এইটুকু দূরে বই নিয়ে
এ টেবিলে আমি আর ও টেবিলে তুমি নতমুখী।

পলায়ন

বিষ্ণু দে

সফরী চোখের সরল চাহনি, চোখের কোলের
কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে–চিকন কপোল,
সিলকমসৃণ শাদা আর ছোটো পান্ডু ললাটে।
ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।
স্বল্পপরিধি রক্তসূত্র সরস অধর
মুখে রেখেছি ও শুনেছি বক্ষে গ্রহদের বেগ।
দেখি মুহূর্তবিম্বে চিরন্তনেরই ছবি
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে।
সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার,
প্রেমের কবিতা করেছ আমাকে!
ফোটালে যে ফুল
সে ফুল শেফালি। তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার
আর নাহি রয় এ কয়দিনের পান্থশালায়॥

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দর

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল
তখনও নয়
বিকেলে পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মতো জ্বলছিল
তখনও নয়
কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত করে
তুমি যখন হাসবে
তখনও নয়
যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি করে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিলো
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর

মণীন্দ্র রায়

তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
শিউলিঝরা দিনের বহুদূরে।
ডাইনে-বাঁয়ে এখন কত লোক
ডাকছে আমায় হাজার চেনা সুরে।
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
শিউলিঝরা দিনের বহুদূরে।

তোমার মুখ নেহাত অনুমিতি
শিউলিঝরা দিনের বহুদূরে।
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
দেহবিহীন স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি।
ডাইনে বাঁয়ে এখন কত লোক,
তুমিই শুধু পাওনি যেন স্থিতি।

BANGLADARSHAN.COM

শিউকিঝরা দিনের বহুদূরে
দেহবিহীন স্মৃতি, তোমার স্মৃতি।
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
প্রথম প্রেমে পরমা স্বীকৃতি,
জপের মতো রক্তে আছ, তবু
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর।

মনে পড়ে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

একটি মেয়ের চোখ আজকে বারবার মনে পড়ে।
প্রথম প্রাণের কথা হঠাৎ উসখুস সেই চোখে,
টিয়াপাখি-রঙ শাড়ি নেশায় রিমঝিম বলে লোকে।
এমনি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে।

ভোমরা গাঁয়ের পথে স্পষ্ট দেখলাম, মনে পড়ে,
ঝুমকো লতার মতো ঈষৎ চমকায় সেই মেয়ে,
একটি ধানের শিষের ঝিকমিক দোল খেয়ে
উতরে এলুম কত মাঠের পথ তার রেশ ধরে।

আজকে দিনের শেষপ্রান্তে পৌঁছই এ শহরে।
মরছে পাথর-চাপা তেমনি এক মেয়ে বোবা-চোখে
এদেশে-এদেশ নাকি প্রাণের কঙ্কাল বলে লোকে।
এখানে শূন্য মন, চোখেরও ডাক নেই ঘরে ঘরে।
একটি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

শান্তিনিকেতনে ছুটি

নরেশ গুহ

দূরে এসে ভয়ে থাকি সে হয়তো এসে ব'সে আছে।
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল।
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয়, তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙায় ওঠাতে।

পারলেও অভিজ্ঞান সে-অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না কখনো তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।
যদি পায়?
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়
দেরি হোক, যায়নি সময়?

BANGLADARSHAN.COM

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি ছুটি শেষ। ভিজে আলতা–লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউণ্টার চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ-ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাশ
কাল থেকে ফের। ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙা ভাঙা গলা,
কবে সে মন্থর পায়ে পাতা-ঝরা ছাতিমতলায়
একা এসে ঘুরে গেছে? ঘণ্টা গুনে হঠাৎ কখন
অকারণে দিন গেলো। ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতনে।

কলকাতায় ফিরে যদি–যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই এসে থাকে?

রোদ্দুরে আর অন্ধকারে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দিনের বেলায় যেমন আছি,
রাতেও তেমন সঙ্গে থাকব,
তোমার হাতের কাছাকাছি
আমার দু'হাত বাড়িয়ে রাখব।

রোদ্দুরে খুব ভাসছে আকাশ,
এখন শান্তি বিশ্ব জুড়ে।
রাস্তা, বাড়ি, ফুল লতা ঘাস
হাসছে এখন দিন-দুপুরে।

এখন কিচ্ছু সমস্যা নেই,
ওষ্ঠে মধুর হাস্য টানা।
কিন্তু জানি দিন ফুরোলেই
ফুটবে কালো চিত্রখানা।

BANGLADARSHAN.COM

ফুটুক ফুটুক, তোমরা দেখো,
সেই আঁধারেও কাছেই থাকব।
তোমরা দু'হাত বাড়িয়ে রেখো,
আমিও দু'হাত বাড়িয়ে রাখব।

আমার অপূর্ণতা

কৃষ্ণ ধর

কোথায় লুকনো আছে তোমার
গভীর গোপন হৃদয়ের নীল পাসপোর্ট?
কোন পাণ্ডুলিপির ধূসর অক্ষরের ভিড়ে
আড়াল করে রাখো তোমার হাতের স্বাক্ষর?

যতবার আমি খুঁজতে যাই
তুমি বুজিয়ে দাও সে আমার ব্যর্থ চেষ্টা।
আমার মায়া অশ্রুকে তুমি করো তিরস্কৃত
তুমি অনায়াসে দেখিয়ে দাও কোথায় আমার কাপুরুষতা

কতদিন রক্তলাল পলাশ দেখে ভাবছি
এইবুঝি তোমার প্রিয় রঙ
তুমি শিউলি-ছোপানো আঁচল এনে দেখিয়েছো
আমার রঙ চিনতে কেবলি ভুল হয়ে যায়।

আমার শব্দশিল্পে নির্মাণ করতে চেয়েছি
তোমার শরীরী প্রতিমা
তুমি কত সহজে সে জাদু ভেঙে বুঝিয়ে দাও
আমার শিল্পে অপূর্ণতা।

আমি বুঝিতে পারি তোমার কাছে পৌঁছুতে
আরও কত দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে আমাকে।

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্থ ভাষা

শামসুর রহমান

আমরা দুজন
বৌদ্ধ বিহারের কাছে হলদে পাতামঞ্জ পথে দাঁড়িয়ে ছিলাম
কিছুক্ষণ!
হৃদয় আবৃত্তি করে বারে বারে ভিনদেশী নাম
তোমার এবং মৃদু কথোপকথনে
আগ্রহী আমরা বলি কিছু ঝাপসা, গুঁড়ি গুঁড়ি কথা।
জানি না এখানে আজ এসেছি কিসের অন্বেষণে
নিজস্ব অস্তিত্বে নিয়ে গূঢ় ব্যাকুলতা।

যে ভাষায় স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর গীতাঞ্জলি,
যোগাযোগ, গোরা, নষ্ট নীড়
আমি সে-ভাষায় কথা বলি।
যে ভাষা সহজে তোলে মীড়
আজন্ম তোমার প্রাণে, সে ভাষায় ঋদ্ধ কাওয়াবাতা
তুষারে ফুটিয়েছেন কত ফুল। অথচ আমরা কেউ কারো
ভাষায় বলিনি কথা অজ্ঞতাবশত। ঝরা পাতা
গান হয় পায়ের তলায় আর তৃতীয় ভাষায় কিছু গাঢ়
কথা বলি পরস্পর, আধো-বাধো, মানে
ইয়েটস-এর ভাষা তোমার আমার ঠোঁটে
গুঞ্জরিত হয়, দুটি প্রাণে
বাড়ে মূক ব্যাকুলতা, যেন মন্দিরের গায়ে বয় হাওয়া, ফোটে
সহসা চতুর্থ ভাষা যুগল সত্তায়,
সে ভাষা চোখের আর স্পর্শাভিলাষী হাতের। তুমি
আর আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাষাময় ভাষাহীনতায়
তন্ময় সাঁতার কাটি, খুঁজি যুগ্মতার জন্মভূমি।

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণার জন্য গৃহনির্মাণ

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কৃষ্ণার ইচ্ছে ছিল, আমাদের বাড়িটা হবে
নদীর ধারে, নীলরঙের। দূরে আঁকাবাঁকা রাস্তা,
উড়োমেঘ, সবুজ ট্রেন। বারান্দায় ডেকচেয়ারে
ব'সে বৃষ্টি পতনের শব্দ শোনা যাবে

বাড়ির মতোই কৃষ্ণা এখন অনেক দূরে আমি
নদীর ধারে বাড়ি এবং আনুষঙ্গিক দৃশ্যাবলী
আঁকা শেষ করেছি

এবং ছবির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে
দিনে অন্তত দশবার বলছি 'এসো কৃষ্ণা, এসো,
এবার আমরা ভেতরে যাই।'

BANGLADARSHAN.COM

বিকেলবেলার প্রেমের কবিতা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি কথা বলো, কথা বলে যাও
যত খুশি কথা–জমানো, লুকোনো।
ভালো করে বোসো, ঠেশ দাও পিঠে;
পা মুড়ে আরাম? মুড়ে নাও। আরে কতদিন পরে–
এখন আমার কোনও কাজ নেই।
পুজো সংখ্যার লেখা সব শেষ,
আজকে এখনও পাওয়ার যায়নি,
ফ্রিজে আছে তিন দিনের বাজার,
টেলিফোন চালু, বাড়ি খালি, আর তার উপর ফাউ
আকাশের মেঘ ফেটে কচি রোদ
কিছু চাঁপাফুল ঘরে ফেলে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

একটু পরেই আমরা চা খাবো
কাজের মেয়েটি আসুক। তুমি তো
চায়ে লেবু খাও, আমিও, বিকেলে।
তুমি কথা বলো, কথা বলে যাও–যত খুশি, আহা,
সুখের কথা কি নালিশের কথা,
প্রেমের অথবা বিরহের কথা,
নিন্দে হল, না প্রশংসা, নিয়ে
মাথা ঘামিও না। তুমি কথা বলো
দাঁত জিভ নেড়ে দু ঠোঁট বাঁকিয়ে, খসিয়ে আঁচল,
চোখে এনে সেই আগের ঝিলিক,
খুব স্বাভাবিক হয়ে কথা বলো

আমি তো তোমায় দেখেছি।

প্রেম

কবিতা সিংহ

যখন পায়ের তলায় পেতে দিতে হয় বুক
বুকের ভিতর তুলে নিতে হয় পা
যখন অহংকার সকল অহংকার হে আমার
ঝরিয়ে দিতে হয় মানুষের চরণধূলায়

ভিতর সেতার থেকে ছিঁড়ে ফেলতে হয় একটি ছাড়া
অযথা সব তার

তখন একটি একতারা হয়ে
শেষ বিকালের সূর্যকে বলতে হয় ‘থামো’
থামো দিনমণি থামো

‘তার মৃত্যু হয়েছে’ লিখতে গিয়ে কেউ
মৃত্যু শব্দটাকে উপড়ে ফেলে দেয়

BANGLADARSHAN.COM

ডুবন্ত সূর্যের আর্কল্যাম্পের দিকে
দুই হাত তুলে চিৎকার করে ওঠে ‘থামো’
দিনমণি থামো

তার প্রেম হয়েছে প্রেম হয়েছে প্রেম।

সঙ্গিনী

শঙ্খ ঘোষ

হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারাজীবন বইতে পারা সহজ নয়
একথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।

পায়ের ভিতর মাতাল, আমার পায়ের নিচে
মাতাল, এই মদের কাছে সবাই ঋণী
ঝল্‌মলে ঘোর দুপুরবেলাও সঙ্গে থাকে
হাঁ করা ওই গঙ্গাতীরের চন্ডালিনী।

সেই সনাতন ভরসাহীন অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়।

BANGLADARSHAN.COM

সাবিত্রী

গীতা চট্টোপাধ্যায়

মাটির গভীর গন্ধ বুক ভরে উঠে আসে আশ্বিনের একান্ত বিকেলে
তারপর সব ডানা স্থির হয় অন্ধকারে একখানা চাঁদ উঠে এলে।
বালির অঙ্গারস্তূপে কান পেতে শুধু আমি শুনে যাই আগুনের ঝড়,
ভরাট দিনের ক্ষেত মরাইয়ে গুদাম করে ফিরে আসো নক্ষত্রের খড়
দুহাতে বোঝাই করে কিছুবা জোনাকি হয়ে বসে জ্বলে সন্ধ্যার নদীতে,
শিরীষ ফুলের শব্দ পরিচিত অঙ্গনের মাঝখানে থেমেছ নিভৃতে।

সেঁজুতি ব্রতের ফুল দশপুত্তলির ঘাটে ভেসে আসে বেহুলার জলে
ফুল্লরার বারোমাস ফুটে ওঠা একথোকা সন্ধ্যামণি মেঘ উড়ে চলে
অহল্যাপাথর চিনে, যে পথে গিয়েছে কারা সতী অরুন্ধতী তারকার
খোঁজ নিতে ভাদ্ররাতে, যখন বেড়েছে বুকে অশোকবনের অন্ধকার।
তখন দুলিয়ে আলো মাঠের জনতা ভোলে প্রান্তরের মনসা মায়ায়,
তোমার বোধের দীপে সাবিত্রীর ইচ্ছা হই তুলসীর জ্যোতিষ্কছায়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের প্রদীপ জ্বলে কার্তিকের হিমঘরে ময়নামতীর স্থির চরে
মৃত্যুর নদীর কূল একবারও ছেড়ে আর ডোমরাজ আসে না ভিতরে
সংকীর্ণ আয়ুব বর্ত্মে পুনরায় খুঁজে মানুষীর মনে মানুষের মানে।
সাবিত্রীর বাহু খুলে প্রেমপুরুষের দেহ নিয়ে যেতে যদি বজ্র আনে,
জানে, শ্যামাপোকাদেরই কালো ডানা ছাই হবে শুধু, সেই বিদ্যুতে দেখেছি,
মৃত্যুর মহৎ দৃশ্যে একা আমি শতপুত্র জাতিস্মর শপথ রেখেছি।

মাটির গভীর গন্ধে মায়ের প্রদীপ জ্বলে, সেঁজুতি ব্রতের ফুল ঝরে
মৃত্যু মজে প্রেম জ্বলে গাঙুরের বাঁক ঘুরে সত্যবান-সাবিত্রীর ঘরে।

পরস্ত্রী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছ
যাবে না আর ঘরে!
সব শেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না।
ধরে বেঁধে নিতেও পারো, তবু সে-মন ঘরে যাবে না।
বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো
কখন যেন পরে?
সবার বয়স হয় আমার বালক বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিক সহজ শান্ত হৃদয় কেন স্রোতসফেন
মুখচ্ছবি সুশ্রী অমন কপাল জুড়ে কী পরেছো,
অচেনা, কিছু চেনাও চিরতরে।

BANGLADARSHAN.COM

কথোপকথন

পূর্ণেন্দু পত্রী

তুমি আজকাল বড় সিগারেট খাচ্ছ শুভঙ্কর
এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।
কিন্তু তার বদলে?
বড্ড হ্যাংলা। যেন খাওনি কখনো?
খেয়েছি।
কিন্তু আমার খিদের কাছে সে সব নস্যি।
কিন্তু কলকাতাকে এক খাবলায় চিবিয়ে খেতে পারি আমি।
আকাশটাকে ওমলেটের মতো চিরে চিরে
নক্ষত্রগুলোকে চিনেবাদামের মতো টুকটাক করে
পাহাড়গুলোকে পাঁপড় ভাজার মতো মড়মড়িয়ে
আর গঙ্গা?
সে তো এক গ্লাস সরবত।
থাক। খুব বীরপুরুষ।
সত্যি তাই।
পৃথিবীর কাছে আমি এই রকমই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ
কেবল তোমার কাছে এলেই দুধের বালক
কেবল তোমার কাছে এলেই ফুটপাতের নুলো ভিখারী
এক পয়সা, আধ পয়সা কিংবা এক টুকরো পাউরুটিট বেশী
আর কিছু ছিনিয়ে নিতে পারি না।
মিথ্যুক।
কেন?
ভিখারীদের কি ডাকাত হতে ইচ্ছে করবে না একদিনও?

BANGLADARSHAN.COM

প্রসাধন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষ থেকে আমার সংকলিত ময়ূরপালক দিয়ে
তোমাকে আমি সাজাই।
এই যে তোমার বায়না-করা ত্রিপুরার হাতপাখা

মেহেন্দি আনিনি। তবে কেদারবদ্রীর
শ্বেতচন্দন নিয়ে আসতে ভুল করিনি।
কামাল তোমার জন্য দিল যশোরের চিরুনি।

ট্রানসিটের দোকানে তোমার মেয়ের সালোয়ার-কামিজ
খুঁজছি, একটি সিন্ধি মেয়ে বলল: দাঁড়ান, পরে আসছি, দেখুন
আপনার সঙ্গিনীর মাপে আমার মাপ কিনা।

এভাবে সব, সবাই ট্রায়াল দিয়েছিল, ময়ূর, কামাল,
ত্রিপুরার বিদ্রোহী-কৌম হাতপাখা আর কেদারবদ্রীর
চন্দন আর সিন্ধি মেয়ে: তোমাকে আমি সাজাতে গিয়ে আজ

তোমায় ঘিরে দেখি তাদের কনকরেখা বৃত্তের স্পন্দন!

BANGLADARSHAN.COM

সুগভীর

বিনয় মজুমদার

সুগভীর মুকুরের প্রতি ভালোবাসার মতন
শান্ত দিনগুলি যায়, হায় সখী, নবজাতকের
শৈশবে হৃদয় দিয়ে পালন করায় অপারগ
শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীল যেন তুমি
যদিও সংবাদ পাবে, পেয়েছো বেতারে প্রতিদিন,
জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে তবু ভুলে যাবে।
গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি গূঢ় ভালোবাসার মতন
প্রকাশের কোনোরূপ উপায়বিহীন যন্ত্রণায়
গীতিপরায়ণ আমি; মানুষের মরণের আগে
পিপাসা পাওয়ার মতো অতিরিক্ত অথচ করুণ
আমার অপেক্ষা, আশা—আজ এরকম মনে হয়।
সুগভীর মুকুরের প্রতি ভালোবাসার মতন

BANGLADARSHAN.COM

বসেছ কবির পাশে, জলকন্যা

উত্তর বসু

বসেছ কবির পাশে এইমাত্র স্নান করে এসে
শুধু কি কবিতা ভালোবেসে,
শব্দের আকাঙ্খা আর কথার যাদুর
কুহক কুড়োতে এতোদূর,
আর কিছু নয়?
মুখে লেগে আছে ভীরু জলের ফোঁটার মোহময়
প্রকৃতিস্থ কারুকাজ ওই!
আজ, যদি ক্ষমা কর, একবার অপ্রকৃতিস্থ হই।

ঠোঁটে তুলে দাও শুধু তোমার দু'ঠোঁট
আর চোখ বুজে দেখ ঘর পোড়া জ্যষ্টির গুমোট
ছিঁড়ে ফেলে পাগলের মতো পাড়ি গোপন চিঠির
চেয়ে গাঢ় যেসব কবিতা তুমি ভালোবাসো;
শব্দের বৃষ্টির
ধারায় তোমাকে ভিজিয়ে দি আপাদমস্তক
কবিতার এই সেই শখ
কবিকে যেখানে খুঁজে পাবে।
বসেছ কবির পাশে জলকন্যা, কবি ডুবে যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

নীরার জন্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নীরা, তুমি নাও দুপুরের পরিচ্ছন্নতা
নাও রাত্রির দূরত্ব
তুমি নাও চন্দন বাতাস
নাও নদীতীরের কুমারী মাটির স্নিগ্ধ সারল্য
নাও করতলে লেবু-পাতার গন্ধ
নীরা, তুমি মুখ ফেরাও, তোমার জন্য রেখেছি
বছরের শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত
তুমি নাও পথের ভিখারি বালকের হাসি
নাও দেবদারু পাতার প্রথম সবুজ
নাও কাচ-পোকার চোখের বিস্ময়
নাও একলা বিকেলের ঘূর্ণি বাতাস
নাও বনের মধ্যে মোষের গলার টুংটাং
নাও নীরব অশ্রু
নাও মধ্যরাতে ঘুমভাঙা একাকিত্ব
নীরা, তোমার মাথায় পড়ুক
কুয়াশা-মাখা শিউলি
তোমার জন্য শিস দিক একটি রাতপাখি
পৃথিবী থেকে সব সুন্দর যদি লুপ্ত হয়ে যায়
তবু, ওরে বালিকা, তোর জন্য আমি এই সব
রেখে যেতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

সে

মতি মুখোপাধ্যায়

তাকে পেতে যেতে হয় বহুদূর
অথচ কাছেই থাকে, ক্বচিৎ সুদূর
উজ্জ্বল বাগানে
কোনখানে ফল নেই-পুষ্পিত সুবাস
কী ভাবে যে করে বসবাস।

সে থাকে রোদের মতো মেঘলা সকালে
শস্যের মাঠে শুয়ে দারুণ আকালে
দুর্জয় শীতের রাতে সে-ই জ্বালে তারার অনল
কখনো সে পংকে শতদল
রূপসী রমণী বেশে রূপহীনতায়
সুধা-পাত্রে গরল মেশায়।

BANGLADARSHAN.COM

তার কাছে গেলে
এ জীবন ক্রমাগত খোলস ছাড়ায়।

দেরি

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

খুব দেরি ক'রে দেখা হ'লো
তবু হোক,
নদীতে জলের শেষ নেই
হাওয়া চিরদিন সঞ্জীবনী।
বিপুল রৌদ্রের অভিমান
এবারে নিরস্ত হবে দক্ষিণ ছায়ায়
প্রায় প্রায়, প্রহরে প্রহরে।

দেরি হ'লো,
তা'তে ক্ষতি নেই
বিদগ্ধ কেতকী ফুল দুটি-একটিই
আসে ঘরে।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা

তুষার রায়

আমায় অপমান করে যে লোকটা
তাকেও আমি ভালোবাসি
এভাবে ভালোবাসতে বাসতে
অপমান করি নিজেকে, তোমাকে এবং
ভালোবাসাকে
এভাবেই ভালোবাসা পেয়ে যায়
ভুলভাল শত্রুমিত্র থেকে
শূন্যকলসী এবং ঘুঘু
যে লোকটা কাঠের ক্রুশ তৈরী করছে
অথবা যারা বানাচ্ছে পেরেক আমার জন্য
তাদের দিকে তাকিয়ে জানতে পারি
আমিও সেই যীশু কিংবা কালোবাজারী
যাকে ঝোলানো হবে নিকটবর্তী ল্যাম্পপোস্টে

তখন আমি ভালোবাসতে শুরু করি ল্যাম্পপোস্টকেও।

BANGLADARSHAN.COM

কষ্টে আছো জেনে

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

তোমার বুকের ভাঁজে মুখ ঘষে
অজস্র চাঁপার গন্ধ পেয়ে গেছি
সমস্ত শরীর সাপ হয়ে গেছে
ছোবল দেবার আগে পালিয়ে এসেছি

তোমাকে করিনি নষ্ট কোনদিন
তাজমহলের গায়ে লেগে গেছে
তবু দূষণের
কালো ছোপ স্মৃতি
তুমি কষ্টে আছো জেনে কী ভালোবেসেছি.....

BANGLADARSHAN.COM

জলের ভিতরে

তারাপদ রায়

জলের ভিতরে ছায়া বলে, ‘সেই লাল,
পাথর বসানো লাল নাকছাবি, যেন কতকাল
তোমাকে দেখিনি, আহা, মিহি জামদানি
জরির নকশার ঢেউয়ে ঢাকাই নৌকার দোল, কখন কী জানি,

কখন তলিয়ে গেছে লাল নাকছাবি,’
জলের ভিতরে ছায়া বলে, ‘আজো তোমাকেই ভাবি।’

BANGLADARSHAN.COM

গীতিকবিতার পাশে

কালীকৃষ্ণ গুহ

গীতিকবিতার পাশে একা একা শুয়ে থাকি
গীতিকবিতার পাশে একা একা জেগে উঠে দেখি,
তোমার দুচোখে জল।
এতো শান্ত চোখে জল? এই দৃশ্য দেখে ভীষন চমকে উঠি আমি।

আমাদের প্রেম, জানি, ব্যবহৃত হয়ে গেছে আজ
আমাদের কবিতার ভাষা ব্যবহৃত হয়ে গেছে
আমাদের বধিরতা, অন্ধত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা, ব্যবহৃত হয়ে গেছে।
তবে আমাদের দু চোখে কেন জল, অঞ্জু? নাকি এ নির্ভুল
দৃশ্য নয়?
এই মধ্যরাত্রে আমি মানবিকভাবে এই মাথা রাখি নীল বিছানায়। পাশে
জল, মৃত্যুবোধ, ঘড়ি.....

BANGLADARSHAN.COM

তোমার চোখ এতো লাল কেন

নির্মলেন্দু গুণ

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন আমার জন্য অপেক্ষা করুক,
শুধু ঘরের ভিতর থেকে দরজা খুলে দেবার জন্য।
বাইরে থেকে দরোজা খুলতে খুলতে আমি এখন ক্লান্ত।

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ আমাকে খেতে দিক। আমি হাতপাকা নিয়ে
কাউকে আমার পাশে বসে থাকতে বলছি না,
আমি জানি, এই ইলেকট্রিকের যুগ
নারীকে মুক্তি দিয়েছে স্বামী-সেবায় দায় থেকে।
আমি চাই কেউ একজন জিজ্ঞেস করুক;
আমার জল লাগবে কি না, নুন লাগবে কি না,
পাটশাক ভাজার সঙ্গে আরো একটা
তেলে-ভাজা শুকনো মরিচ লাগবে কি না।

BANGLADARSHAN.COM

এঁটো বাসন, গেঞ্জি-রুমাল আমি নিজেই ধুতে পারি।
আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন ভিতর থেকে আমার ঘরের দরজা
খুলে দিক। কেউ আমাকে কিছু খেতে বলুক।
কাম-বাসনার সঙ্গী না হোক, কেউ অন্তত আমাকে
জিজ্ঞেস করুক; ‘তোমার চোখ এত লাল কেন?’

পাহাড়ী স্নানের ঘর

দেবারতি মিত্র

ফোয়ারার মুখ খুলে কে সে চলে গেল?
নিবিড় তরুণী স্নিগ্ধ জননীর কুণ্ঠাহীন আলো
জল আসে ঝরঝর জল নুয়ে পড়ে একরাশ
সাদা ফুল বয়ে যায় বাঁধানো বেদীর পাশ দিয়ে
গানের চেয়েও গাঢ় পাপিয়ার ছায়াটি ভাসিয়ে।

বৃষ্টি জড়াজড়ি ছায়া পিয়াশাল গাছ কি দেখেছে
অন্য মনে স্নান কেউ করেছিল ঘনাচ্ছন্ন বনে?
ভুল করে রেখেছিল দরজা একটুখানি খোলা
পারে নি লাজুক তালা বেঁধে দিতে কোনোমতে।
ফাটলে ফাটলে জল বয়ে যায় পাহাড়ের পথে
এখানে হাওয়ার শব্দ বনান্তর আলোর নিশ্বাস
সুস্থির আবাস নেই এখানে কারুর মনে হয়।
গভীর জঙ্গলময় শুধু এই প্রপাতের ধারে
ফিঙে পাখি নেচে ওঠে উঁচুনিচু পাথরে পাথরে,
শরীরে খেলছে ওই নতুন সতেজ শিরা যেন
পাথুরে মাটির বুকে পিয়াশাল গাছের শিকড়
আমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি স্নানে ডুবে গিয়েছিলে
তারপর, বলো তারপর?

BANGLADARSHAN.COM

মা আর মেয়েটি

জয় গোস্বামী

এক পথ ঘুমন্তের পায়ে
এক পথ নৌকার পারানি
এক পথ পালকের গায়ে
মা আমি সমস্ত পথ জানি

দিন থামে গাছের তলায়
রাত্রি থামে পরীদের বাড়ি
সিঁড়ি দিয়ে আলো উঠে যায়
মা আমি সমস্ত আলো পারি

এ আকাশ ভাঙে মাঝে মাঝে
ও আকাশ মেঘে আত্মহারা
সে আকাশে নৌকা খোলা আছে
মা আমি আকাশ ভরা তারা

BANGLADARSHAN.COM

মা আমার এক দীঘি জল
সারাগ্রাম করে ছলোচ্ছল

‘পোড়ামুখী, দুচক্ষের বিষ
ফের তুই প্রেমে পড়েছিস?’

মুখ তার মনে নেই

অজিত বাইরী

মুখ তার মনে নেই, কবেই হারিয়ে গেছে।
সহসা যদি কখনো সাধ জাগে, স্মৃতির তুলিতে
ফোটাতে পারবো না সে মুখ; যেন বৃষ্টি
কচি কলাপাতা বেয়ে কবেই গড়িয়ে পড়েছে।

শুধু কথা কটি আজো রয়েছে ভাস্বর, কোন
মধুর লগনে উচ্চারণ করেছিলো তার স্ফুরিত অধর।
কথা কখনো মরে না, কথা যেন কুঁড়ি
ফোটে সতত বুকের ভেতর আর নক্ষত্র হয়ে জ্বলে।

সে কি হাতের ওপর রেখেছিলো হাত মনে নেই।
দ্বিধাভরা পায়ে ভেঙেছিলো সিঁড়ি মনে নেই।
চলকে পড়েছিলো জল চোখের পাতায় মনে নেই।

BANGLADARSHAN.COM

কথা কটি কাঁপে আজো থরোথরো দিঘির শালুক;
জল ভরার শব্দে শুধু ভরে ওঠে শূন্য কলসি।

ত্রয়ী

সৃজন সেন

১

দরজাটা তো বন্ধ ছিল
ঘুণ ছিল তার খিলে,
কেন আবার তুমি এসে
সে খিল খুলে দিলে?

কুলুঙ্গিতে তোলা ছিল পোড়া হৃদয়খানা,
নাড়াচাড়া বন্ধ ছিল, ছোঁয়াও ছিল মানা,
তুমি এসে কেন তারে আবার দিলে ছুঁয়ে?
ঝোড়ো হাওয়ার মুখোমুখি এক আর একে দুয়ে।

সাথী, বাইরে ভীষণ ঝড়,
হাত কি হবে সকল হাতের পরম নির্ভর?

BANGLADARSHAN.COM

২

বহুর মধ্যে বাইরে ছিলাম
অন্তরেতে একা
এমন সময় চৈত্র ঝড়ে তোমার সাথে দেখা।
মধুর মধুর মধুরতম মধুর গুঞ্জরণ,
পায়ের নীচে লাগছে কোমল
কঠোর রণাঙ্গন,
সামনে ওড়ে রক্ত নিশান
সবুজ জন্মভূমি,
বহুর মধ্যে আমার পাশে একান্তই তুমি!

৩

বুকের মধ্যে পোষো তুমি দুঃখ-বিলাস পাখি
এদেশ আমার বিশাল আকাশ কোথায় তারে রাখি?
ইচ্ছে তোমার প্রজাপতি, কিন্তু যে তার আগে
শুঁয়োপোকা হোতে তোমার ভীষণ লজ্জা লাগে!

ট্রেন

আশরাফ সিদ্দিকী

ছুটছে ট্রেন। পেরিয়ে পথ। পেরিয়ে মাঠ বন।
ঢুলছি আমি। ঢুলছো তুমি। কাঁপছে তোমার চুল।
ছোট্ট নদী এই পালালো। এ কোন ইস্টেশন!
দুলছি আমি। দুলছো তুমি। দুলছে তোমার চুল।

চলছে ট্রেন। গাড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে সাথে।
এগিয়ে চলে বয়স মন দিবস জ্যোছনাতে॥

সকাল সাঁঝে দিবস রাতে আলোক আঁধিয়ারে
ছুটছে ট্রেন! আমরা যাবো দূর যে তেপান্তরে!
ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে পথ যে অনেক দূর!
এরই মধ্যে দেখা হলো অনেক জনার সাথে।
আলাপ হলো! চায়ের কাপে একটুখানি ঝড়।
তারপরেতেই নতু স্টেশন। বিদায়! নমস্কার।

BANGLADARSHAN.COM

মিলিয়ে গেল কোথায় তারা কোন সে তেপান্তর!
সন্ধ্যাভাষা! নতুন পথিক স্থান নিয়েছে তার।
নতুন পথিক! নতুন কথা! নতুন আলাপন।
দুলছি আমি। দুলছো তুমি। দুলছে মাঠ বন।

কাল সকালে নাববে গিয়ে সে কোন ইস্টেশন!!

দাম্পত্য

প্রমোদ বসু

আমরা দুজনে কপোত-কপোতী হলে
বাড়িতে বাঁধবো খড়কুটো দিয়ে বাসা।
আমরা দুজন কলকল্লোল তবে
দুজনে জাগাবো দুজনের ভালোবাসা।

আমাদের কথা জানাজানি হবে খুব
বকম বকম স্বরেতে মাতবে বাড়ি
বলো তো আমরা একবার জীবনেতে
কপোত-কপোতী কিভাবে যে হতে পারি!

মেঘে রোদ্দুরে ভাসাবে তোমার ডানা,
আমি ঘুরে ঘুরে খাদ্য আনবো ঘরে।
বৃষ্টিতে তুমি কাঁপবে দারুন, তোমার
আদর ঝরবে মন উচাটন স্বরে।

BANGLADARSHAN.COM

পাখির পালকে ভালোবাসাবাসি খেলা
এসো আজ খেলি একেলা জগৎ ভুলে!
আমাদের কথা আগামী মানুষ এসে
নেবে না কি তার ওষ্ঠে আদরে তুলে?

ধস

সুনীলকুমার নন্দী

মৃণ্ময়ী, একবার বলো
সব মিথ্যে, অরণ্যকুহক
আমি
কত অনায়াসে দেখো নক্ষত্রের দাহ
পায়ে পিষে
তোমার উড়ন্ত চুল, চোখের বনজ মেঘ
ভালোবেসে হতে পারি
অবিশ্বাসী পৃথিবীর সর্বশেষ আনত প্রেমিক, হিম
রক্তের ভিতরে টানি
টানটান বুকের ছিলায় রেখে পঞ্চশর
যদি মৃণ্ময়ী, একবার বলো
সব মিথ্যে, অরণ্য কুহক। এই
লোকালয় প্রচণ্ড নিষ্ঠুর, ঈর্ষা
তলে তলে কুরে খায়
ধস।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি আসবে বলে

ইলিয়াস হাসান ইলু

এখনও সাজিয়ে রেখেছি
এক গুচ্ছ শিমুল। তোমার
দু হাত ভরে বেশ মানাবে।
কিন্তু ভুলে যেও না,
লাল পাড় শাড়ীটা পড়তে।
তুমি আসবে বলে
এখনও রক্তিম সূর্যোদয়
আকাশের নীড়হারা পাখি
আর ঘুম ভাঙ্গানীয়া ঝর্ণার
বিজয়ী সুর, সবুজের কোলে
মেঘের অনাবিল একাত্মতা
কাছে পাওয়ার শৈল্পিক সাজ।
তুমি আসবে বলে।
এখনও মাথা উঁচু করে পাহাড়
এখনও বাধাহীন নদী
গ্রীষ্মের ঝাঁঝাঁলো দুপুর
মিছিলে মুখরিত এখনও
শ্লোগান বেপরোয়া
এখনও রক্তাক্ত রাজপথ
কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম আহবান
তুমি আসবে বলে
এখনও ভালোবাসি এবং
ভালোবাসি বলেই আমার
সব ভালোবাসা বাসি মানুষের সাথে।

BANGLADARSHAN.COM

যদি আসো

ওয়াজেদ আলি

দরজায় খিল আঁটা নেই
নেইকো হৃদয়জুড়ে সমুদ্র-সম্ভার
সব কিছু জেনে-শুনে
যদি আসো শ্রাবণ-সন্ধ্যায়
জোনাকির নীলাভ আলোয়
হাত ধরে পার হব রাত

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে নিয়ে

মাহমুদ কামাল

চিন্তার মাঝে তুমি কি ছিলে
চেতনার মাঝে ঢেউ
হৃদয়ের মাঝে বহমান নদী
কাঁপায় যে আমাকেও।

কে গো মেয়ে তুমি অন্নপূর্ণা
ঋজু পাহাড়ের পাশে
হঠাৎ দাঁড়ানো সাগরের চোখে
ঢেউ কাঁপে ভালোবেসে

কে গো মেয়ে তুমি সকালের রোদ
শরীরে মাখিয়ে দিলে
দুপুরের রোদে প্রখর স্নেহে
রাতে ঘুম কেড়ে নিলে।

BANGLADARSHAN.COM

চিন্তার মাঝে তুমি কি ছিলে
অনুভবে তুমি নারী
চন্দ্রকান্তা তোমার জন্য
দূরপথ দেব পাড়ি।

পেতে হলে

শ্যামলকান্তি দাশ

তোমার গোপনগুলি তুমি খুব খেলিয়েছ জলে,
খেলাগুলি এত কূট, আমি এর ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝি না
হাভাতে কুকুর আমি, বসে বসে
চোখ ভরে দৃশ্য দেখি, হাই তুলি,
মাঝে মাঝে হঠাৎ বৃষ্টির মতো ছিঁটেফোঁটা পাই
সমগ্রতা কবে পাব? অপরূপা? কবে পাব সমগ্র তোমার?
ব্রহ্মাণ্ড ঠোঁটে চেপে চকিতে লাফিয়ে উঠি,
এইসব পেতে হলে অন্ধকারে একলক্ষ নিজস্বতা চাই!

BANGLADARSHAN.COM

সেই ফুল

মনুজেশ মিত্র

আমার দুহাতে সেই ফুল দাও।
মেঘের কুচির মতো বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে
পড়ুক ফুলের রেণু আশ্চর্য মমতা
আমার শিকড়ে।
যেমন অনেক দূর থেকে এসে তৃষ্ণা নিবারণ,
আমিও তো দূর থেকে আসি এইভাবে।
কিছু কি রয়েছে এত করুণ কোমল
যেখানে নিষ্ঠুর ঋজু কর্কশ পুরুষও চিরনত
রমণীর নিয়ত গভীরে।
গভীর শিকড়ে, আহা, সেই স্থির আশ্চর্য মমতা
ফোটায় মায়াবী ফুল!
পরাগে জড়িয়ে থাকে স্মৃতি ভালোবাসা
থাকে নিষ্কম্প সুন্দর!

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসার কবিতা

রাখাল বিশ্বাস

তোমাকে আমার ক্ষরণের দিনগুলি
স্মরণে রেখেছি ব্যাকুল পরিক্রমা,
ফুলে ঢাকা ছিল কাঁটা ছিল নাতো কিছু
শরীরের মায়া পাঠালে না তার ক্ষমা।

আগুনে পুড়েছি জ্বলেছি জীবন জুড়ে
স্মৃতি বিলাসের ভাষা ছিল সংযত,
স্মপ্নের কাছে কথা ছিল ফিরে যাওয়া
তুমি কি ফিরেছো আমার ঝরেছে ক্ষত।

শরৎ আকাশ বিবাগী ভ্রমর, পাখি
পৃথিবী তো জানে অলৌকিকের হাসি,
পড়ে আছে শুধু দুচোখে জলের রেণু
তুমি বলেছিলে এখনো তো ভালোবাসি।

BANGLADARSHAN.COM

কোথায় যাবে

মৃণাল বসু চৌধুরী

যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত
কোথায় যাবে
বাঁশবাগানের অন্ধকারে মরণদৌড়
বৃষ্টিভেজা সামিয়ানা
শোলার টোপর
বেনারসীর পোড়া আঁচল
আকাশ জুড়ে
অভিমানী মেঘের ছায়ায়
চতুর্দিকের অন্ধ মানুষ
ছোট ভীষণ ছোট মাপের
অহংকারী বড় মানুষ
আবেগপ্রবণ মধ্যরাতে
সহবাসের নারী পুরুষ
গোপন হিসেব
সকালবিকেল চিতার আগুন
দোদুল্যমান ভালোবাসা
ঘূর্ণিঝড়ে উড়িয়ে দিয়ে
কোথায় যাবে
যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত
কোথায় যাবে

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা পোড়ায়, পোড়ে

ব্রত চক্রবর্তী

ভালোবাসা মন পুড়িয়েছিল।
এখন বাগে পেয়ে চিতার আগুন
শরীর পোড়াচ্ছে।

শরীর পোড়াবার আগুন দাউদাউ জ্বলছে।
কিন্তু যে-আগুন মন পুড়িয়েছিল
সে এখন শ্মশানের এক কোণে
লুটনো শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে
ফুলে ফুলে কাঁদছে।

লোকটা, দু-দুটো আগুনের অভিজ্ঞতা যার,
সে যদি একবার মুখ তুলে
ওই রোরুদ্যমানা নারীকে দেখে,
যাবার আগে অন্তত জেনে যেতে পারবে
ভালোবাসা শুধু পোড়ায় না, পোড়ে নিজেও, নিজেরই আগুনে!

BANGLADARSHAN.COM

অমলিন পরিচয়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

সেই থেকে মনে আছে
কপালের ডান পাশে কালো জন্ম-জরুল,
চুলের গন্ধে নেমে আসা দেবদারু-রাতে
কতোটা বিভোর হতে পারে উদাস আঙুল,
সেই প্রথম অভিজ্ঞতা, সেই প্রথম ভুল।

অথবা ভুলের নামে বেড়ে ওঠা সেই প্রেম,
সেই পরিচয়, আমি তাকে নিঃসঙ্গতা বলি।
তুমি কি পাখির মতো আজো সেই স্মৃতিদের খড় চঞ্চুতে তুলে
আর কোনো পৃথক নীড়ের তৃষ্ণায় করতলে লিখে রাখো দাহ?

তবে কি এই শেষ সেই থেকে হয়েছে শুরু?
তবে কি সেই প্রেম, সেই অভিজ্ঞতাটুকু,
আমাদের সমস্ত নিঃসঙ্গতা জুড়ে আছে আজো এক অধিকারে?
আজো এক অমলিন বেদনার সাম্পান বিশ্বাসে ভেসে যায়
ভেসে যায় ভেসে যায়

দূরত্ব জানে শুধু একদিন খুব বেশি নিকটে ছিলাম,
একদিন শরীরের ঘ্রাণ শুঁকে তুমি বোলে দিতে, অমিতাভ
আজ সমুদ্রে যেও না, আজ খুব ঝড় হবে

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের পালক

তসলিমা নাসরিন

একটি দোয়েলের পাখায় স্বপ্নের পালক সেঁটে দিয়েছি
আকাশের ঠিকানায় দোয়েল সেটি পৌঁছে দেবে।

আমার স্বপ্নের কথা দোলনচাঁপা জানে, তাই এত সুগন্ধ ছড়ায় ও।
আমার স্বপ্নের কথা এবার আকাশ জানবে,
জানবে সে,
যাকে ভালোবেসে আকাশের একটি ঠিকানা আমিও নেব।
স্বপ্নগুলো আমার এমন কিছু আহামরি কী!
নিতান্তই সাদামাটা। দুঃসহবাস থেকে জন্মের মতো ছুটি।

BANGLADARSHAN.COM

বাসনা

জয়দেব বসু

খাওয়া হয়নি শালিধানের চিঁড়ে
খাওয়া হয়নি সোনামুগের ডাল,
দেখা হয়নি পুন্যি পুকুর ব্রত
স্বপ্নে আমার বউ আসেনি কাল

ও জ্বর, তুমি এসো না এক্ষুনি

ছোঁয়া হয়নি বাদার মুথা ঘাস
ভ্রমর কালো সোনাই দীঘির জল,
ঘোরা হয়নি বনবিবির থান
মাজর জুড়ে চেরাগ ঝলোমল

ও জ্বর, তুমি এসোনা এক্ষুনি

BANGLADARSHAN.COM

আজো তোমায় দেখা হয়নি সুখী
ধরা হয়নি লতিয়ে ওঠা হাত,
লেখা হয়নি আখরি মোনাজাত

ও জ্বর, প্লিজ, এসোনা এক্ষুনি.....

প্রাণাধিকেষু

বীথি চট্টোপাধ্যায়

আমি এখন একাকী মাঝরাত
মাধুরীলতা পাশে ঘুমিয়ে আছে।
তুমি এখন শিলাইদহে বোটে।
নিবিড় চিঠি ইন্দিরার কাছে।

তোমার বোটে জ্যোৎস্না ঝলকায়।
আমার কথা ভুলে যাবার মতো
উপযুক্ত স্নিগ্ধ পটভূমি।
জ্যোৎস্না রাত, আকাশ যথাযথ।

এখন তুমি প্রেমিক-কবি-চিঠি
এখন তুমি হারানো বউঠান।
বিবির কথায় আত্মহারা হও,
ওকে পাঠাও নতুন লেখা গান।

BANGLADARSHAN.COM

আমি তোমার আটপৌরে বউ।
তোমাকে আমি সত্যি ভালোবাসি।
আমার শরীর যখন তুমি নাও,
সুর জ্বেলে দেয় শোভন মধুর বাঁশি।

বুঝতে পারি, অন্য কাউকে ভাবছ।
আমার বুকে কোমল রঙ সুখ,
অথচ তুমি আমাকে দেখছ না!
দিগন্তে কার গভীর স্মিত মুখ।

এসব কথা তোমাকে বলব না,
আমার বলার ভাষাও ভালো নয়
রাগ-রাগিনীর নাম বলতে যদি
আমার আজও ভুলভ্রান্তি হয়?

আমি একটা বোকা গ্রাম্য মেয়ে
তোমার লেখা বুঝতে ভয়ে সারা
আমায় তোমার কীই বা প্রয়োজন?
রান্নাঘর আর শয্যাকক্ষ ছাড়া।

প্রথম প্রথম তোমার ছন্দ ভুল,
শুধরে দিতেন নতুন বউঠান।
এখন যেমন বিবির জন্য বাঁধো
নতুন সুর, নতুন নতুন গান।

যেদিন তুমি পদ্মা থেকে ফেরো
বিবির মতো আঁট করে চুল বাঁধি
তবুও তুমি আবার চিঠি লেখো
শুনছ আমি লুকিয়ে একা কাঁদি।

যেদিন তোমার অমন মুখে মেঘ
আমি সেদিন চোখে কাজল পরি।
আত্মঘাতী বউঠানের মতো,
পিঠের ওপর চুলটা মেলে ধরি।

BANGLADARSHAN.COM

তবু তুমি মেঘ হয়েই থাকো
আর কিভাবে কত নকল করি?
যারা তোমার মেঘ বানিয়ে দেয়,
তাদের মতো অধরা-অপ্সরী

আমি তো নই, এটাই আমার দোষ।
আমার দুঃখে আভিজাত্য নেই
আমার অশ্রু লেখ না কোনও দিন,
আমার ক্রোধেও রুচির ছাপ নেই।

আমার কথা ফুরিয়ে এল যেন,
এসব কথা ফুরিয়ে যাওয়াই ভাল,
তুমি এখন শিলাইদহে একা
ফুটছে প্রথম রূপোর মতো আলো।

সাত জন্ম পরেও

পৌলমী সেনগুপ্ত

সাত জন্ম পরেও তোমাকে চিনতে আমার ভুল হবে না
ভালোবাসি বলে নয়
অন্য কারণ আছে

হিন্দি সিনেমা ঘরে
ইংরেজি সিনেমার স্বপ্নে
বাংলা ছায়াছবি জীবনযাপনের জন্য নয়
অন্য কারণ আছে।

ঘোড়সওয়ার বা আচমকা হাওয়া
যে নামেই তোমাকে ডাকি,
সামুদ্রিক বাতিঘরের জলোচ্ছ্বাস ছাদে
তুমি উড়ে আসবে পক্ষীরাজে চড়ে
সাত জন্ম পরেও

BANGLADARSHAN.COM

আমি কিন্তু ভুল করেও ভাবব না
অন্য কেউ এসেছে
ভালোবাসি বলে নয়, অন্য কারণ আছে

এক জন্ম থেকে অন্য জন্মের মধ্যে
প্রবল ঘুমের দিনে
ধোঁয়াটে ভোরবেলায়
তুমি ভেসে আসবে অনেক দূর থেকে

আমি ঠিক চিনতে পারব
সাত জন্ম পরেও
ভালোবাসি? তা-নয়
অন্য কারণ আছে

বিস্মরণ

কবির হুমায়ূন

আলনায় জামা আছে, একপাশে তোমার চুলের ফিতে
কতদিন মাটির উঠোনে আমি নেই, মাকে তাই ভুলে যাই
যখন তখন, জানি দিলের কৌটায় জমা আছে এখনো আমার
প্রথম আতুর চুল, নিয়ে গেছে কেটে যা নাপিতে।

তোমাকেও বাষ্পের মতন হারিয়ে ফেলেছি সেই কবে
আমার বাল্যের বধূ, সাঁকো পথে আজ শুধু কষ্টের বাগান,
আমাকে অপর কোন মুখ ডাকেনি ভুলেও আজতক, তবু
হিসাবের ভুলগুলো সকাল বিকেলে জমে বারান্দার টবে।

এই যে আমাকে মাতালের সুর দেয় তত্ত্বের সিম্ফনি,
পথ নেই, ঘাট নেই, মিছিলে আজব মুখগুলো ভাসে
আমি তার সবকিছু দেখে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি
হাতুরির আঘাতে হৃদয় ঘাই মারে রাজমিস্তিরির কর্ণি।

BANGLADARSHAN.COM

আমি কোন দিকে যাবো তুমি নেই আর কেউ তাও বৃথা
আলনায় আজো কি অপেক্ষা করে তোমার চুলের লাল ফিতা?

তৃতীয় প্রেমিক

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

মাছের আঁশ ছাড়ানোর মতো
জীবনের এক একটি ধাপ উঠে আসে
এক একটা দিন ছিল যখন নক্ষত্র জয়ের জন্য
অথবা শব্দ গিলে খাওয়া প্রকৃতি ছুঁয়ে দেখে
অচিরেই বলতে পারতাম আজ কি বার?
অথবা পাশের বাড়ির দেওয়াল ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলেই
বুঝতে পারতাম এখন সন্ধ্যে ছ'টা
অর্থাৎ এখন আমার তৃতীয় প্রেমিকের মৃত্যু সময়
আমি বারবার দেওয়ালে হাত দিয়ে ঘড়ির কাঁটাটাকে
বন্ধ করতে চাইতাম কিন্তু পারতাম না
কারণ আমার সেই স্বপ্ন সৃষ্টিকারী প্রেমিক
বারবার কেন ফিরে আসে জানি না
প্রথম প্রেমিক যেমন আমায় শিখিয়েছিল প্রেমের অভিনয়
ঠিক তেমনি স্থবির মুহূর্তে বুঝেছি বিষণ্ণতাই আমার দ্বিতীয় প্রেমিক
অথচ ভারসাম্যহীন চেয়ারে দুলতে দুলতে বুঝেছি
স্বপ্নের রাতগুলোই আমার তৃতীয় প্রেমিক

BANGLADARSHAN.COM

যাত্রাপথ

রতনতনু ঘাটী

নদীর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লে কেন?
এরপর তোমাকে শোনাব ব-দ্বীপ ও বালুচরের বারমাস্যা,
শোনাব ঘূর্ণিজলের রোমাঞ্চ।
পরে পাহাড়ের গল্প তৈরি হচ্ছে আমার মধ্যে।

যখন পাহাড়ের গল্প শুনবে, উদাসীন হয়ে পোড়ো না।
তারও পরে তোমাকে শোনানোর জন্য রচনা করে রেখেছি
গিরিবত্ম সৃষ্টির উপকথা আর
জটিল গিরিখাতের কূটকল্পনা।

না না, তারও পর আকাশ আর আকাশের গল্প।
শুনতে শুনতে বাঙময় হয়ে উঠলে ওষ্ঠাধর
শাসন করতে হবে, মনে রেখো!
আকাশে কত ছায়াপথ আর পথ হারানোর
শূন্যতা, কত নক্ষত্রলোকের কল্পবিজ্ঞান।

BANGLADARSHAN.COM

গল্পের পর গল্পের পাতা ফুরিয়ে এলে
শুরু হবে জীবনের গল্প।
তখন দেখো, জীবনের গল্প কত সহজ আর
কণ্টকহীন সেই যাত্রাপথ!

কুরুক্ষেত্র

মল্লিকা সেনগুপ্ত

নারী নেমেছেন জলে। তরুণ যে শঙ্খচূড় এই দৃশ্যে মুগ্ধ,
চুরি করে নিলো খুলে রাখা রেশমের ডানা। দেখি এইবার
কে জেতে শৃঙ্গারে। ভ্রূণ সঞ্চারিত হলে শকুনের ডানা দিয়ে
সিঁথি চিরে দেবে দ্রুহ–আমার পুরুষ; যেন দুরন্ত ছেলেকে
গর্ভে নিতে পারি। বলো সামমন্ত্র; মহিষের দুধে মুখ ধোও,
নদী আলোড়িত করে তোলো সার্চলাইটে অপার বিস্ময়ে,
কুরুক্ষেত্র ঘাসে ভরে গেছে। এতো রাতে আর ছুঁয়ো না আমাকে।

BANGLADARSHAN.COM

বিনিময়ের দুপুর

অমৃত মাইতি

প্রতিদিন একটি করে দুপুর
চলে যায় আমার কাছ থেকে।
অনেকগুলো মূল্যবান দুপুর
একসাথে আমাকে দুঃখ দেয়।
একটি যুবক দুপুরের মানে বোঝে
সাইকেলটা ঠেকিয়ে শিরীষের ছায়া
মেখে নিচ্ছে গায়ে
রোদ আর মেঘের বাতাস মাখামাখিতে
নতুন এক স্বরলিপি তার মনে গুনগুনিয়ে ওঠে।
লাল কৃষ্ণচূড়া এক প্রকান্ড অন্ধকার কালো মেঘ
মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
তার তলায় সুমতি কালবৈশাখীকে
বুকে নেবে অপেক্ষায় আছে।
নরেন্দ্র মাঠের আলে বসে আছে
গজিয়ে ওঠা ধানচারাগুলো
কালবৈশাখীর অপেক্ষায়।
এমনি করে প্রতিদিন একটা করে ছবি
ক্যালান্ডারে দাগ কাটে
মনে দাগ কেটে চলে যায়
যুবক দুপুরের মানে বোঝে
সুমতি কৃষ্ণচূড়া রঙে লাল হয়।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা

কবীর সুমন

ভালোবাসা শত যুদ্ধেও জেতা যায় না
ভালোবাসা লুটতরাজ কীর্তিনাশা
একা মেয়েটার নরম গালের পাশে
প্রহরীর মতো রাত জাগে ভালোবাসা

ভালোবাসা এক আজন্ম সন্ন্যাসী
ভালোবাসা ধ্যানমগ্ন তাপস যেন
শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রাণায়াম পুরে নেয়া
তথাগত হয়ে আমায় ডাকছো কেন

ভালোবাসা এক খ্যাপাটে জুয়ার নেশা
ভালোবাসা সব বাজিধরা নির্বোধ
শেষ চালে হেরে যাবই তবু আমি
আবার খেলব চাইব-ই প্রতিশোধ

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা এক উদ্ভট বাজিকর
ভালোবাসা চির ইন্দ্রজালের রাজা

দহন

জগন্নাথ প্রামাণিক

আমি উদভ্রান্তের মতো প্রতিদিন পথে পথে ঘুরি
যে আমাকে করেছে কাঙাল সে বড় নিষ্ঠুর
এই জনারণ্য, এই শহর, ট্রাম, বাস, বাসের হর্ণ
মানুষের পথচলা শেষ হয় না, শেষ হয় না আমারও।

বিনিদ্র রজনী কাটে, যাপিত জীবন বড় যন্ত্রণাময়
জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ধুয়ে দিচ্ছে কোন এক অদৃশ্য শক্তি
তোমার চোখ ভাসে, ভাসে হাসি, বিরক্তি, ঘৃণা ও ভালোবাসা
যত না কথা, তার চেয়ে লক্ষগুণ ব্যথা

আমি তো ভ্রমর হতে চাইনি, চেয়েছিলাম
রক্ত-মাংস-হাড়-মজ্জার শরীরে যে অহঙ্কার
সেখানে এক অদ্ভুত যাপনে, সৃষ্টির নেশায়
অনাবিল মাতাল এক ঝর্ণার কলরব।

BANGLADARSHAN.COM

ফিনিক্স পাখির মতো মনিবন্ধে শুধু তোমারই মুখ
যাপিত জীবনে হৃদয়ে গোপনে এক অনন্ত আকুতি।
মৃত্যু ভারাক্রান্ত পৃথিবীর বুকে যে অহঙ্কারে এত নিষ্ঠুরতা
তা বড়ো জোর দশ-বারো, মেরে কেটে পনেরো।
তারপর একদিন, একবার আয়নায় নিজেকে দেখো
ঋতু বদলের মতো বদলে গেছে রূপ-যৌবনের সব অহঙ্কার।
কিন্তু তখনও আমার হৃদয়ের ভালোবাসা সমানভাবে রয়ে যাবে
তোমার বুকের কোন এক গোপন অলিন্দে
তখন অহঙ্কারী মানবী বুঝবে কী হৃদয়ের জ্বালা।

নতজানু হয়ে থাকি

অমল মুখোপাধ্যায়

ফিরে আসবে বলে
এখনও দাঁড়িয়ে আছি একা অন্ধকারে
কে যেন নিয়ে গেছে সবটুকু সুখ!

নতজানু হয়ে থাকি বৃক্ষের ছায়ায়,
রাত্রি মিশে যায় নদীর উজান স্রোতে
আমি দুহাত বাড়িয়ে দিই,
তোমার মুখের রেখায় বৃষ্টি-ঝরা দিন।

ফুল আজ শুধুই পাথর,
বুকের গহ্বরে শব্দ জাগে
যেখানে সবাই ছিল, আছে, তুমি নেই।

BANGLADARSHAN.COM

নদীর কাছে সর্বস্ব খোয়াতে চাও!
তুমি ছাড়া আমার পৃথিবী
পুড়ে খাক হয়ে যায়

এভাবেই পেরিয়ে যাচ্ছে সময়ের সাঁকো।

আপনার জন্য কয়েকটুকরো

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

একটি চলন
শিখরে উঠল, কিন্তু পতাকা না-গুঁজে
নেমে এল।

একটি হৃদয়।
সাদা ও কালোর মধ্যে যত রঙ,
সেইখানে ছোঁয়।

একটি আকাশ।
অ্যাসিড ঝরছে, তবু, আলো পাবে বলে
চিরুনি-তালাস।

একটি শরীর।
তাকিয়েছি শুধু, ভিজে অস্থির

BANGLADARSHAN.COM

খোঁজা

বিশ্বজিৎ দাস

এই তো ভালো
মৃত্যুর জন্য দু-কদম এগিয়ে রাখা একটার পর একটা ওভারব্রীজ
আর তার নীচ দিয়ে আমার ঘরে ফেরা
যার একটাতেও তুই নেই
থেমে যাওয়া কোন প্ল্যাটফর্মেও নয়
তবু প্রত্যেক ক্রশিং এ, রাস্তা পার হবার সময়
ঘাবড়ে যাওয়া প্রতিটি মানুষই তুই
দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া গাড়িগুলোর সামনে থতমত
আমার হাত শূন্য করে বেড়িয়ে যাচ্ছে তারা
আর আমি থমকে যাওয়া রাস্তায়
একটা শেষ না হওয়া কুয়াশার মধ্যে তোর হাত খুঁজছিলাম

BANGLADARSHAN.COM

মেঘ

রহিম রাজা

এই দুঃখ আর কতদিন সহ্য করা যায়
বারবার ভেবেছি

গাছের পাতার মতো খসে পড়বো নাকি
যে ভাবে ঝুলে আছি শূন্যতায়
জমাট মেঘের বুকে
ঘর্ষনে ঘর্ষনে জ্বলে ওঠে আগুন
নিজেতো পোড়েনা শুধু পোড়ায় আমাকে
আমার যাবতীয় স্বপ্ন ও শোক
উড়ে যায় মেঘে মেঘে
এবং ঝরে পড়ে তোমাদের ছাদে
সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলে
আমিও বুঝতে পারি তুমি আজ কাঁদছো
আর সেই কান্নার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
ছড়িয়ে পড়ছে মেঘে মেঘে।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা তোর জন্য

বাবলু স্বর্ণকার

দৃশ্য আড়াল হলে অদৃশ্য সুতোয় পড়ে টান
বৃষ্টিভেজা পাতার মতো তার মুখ সজল দু চোখ
এখনও ধরা পরে স্মৃতির পটে
এখনও কৃষ্ণচূড়া ডালে বসলেই অনুগত প্রার্থনা বসন্তের কাছে
সে ভালো থাক, তার মুখ মরা চাঁদের মতো জেগে থাকে ভিতরে
সময় গড়িয়ে গেছে নদীর মতো
এখনও তার মৃদু হাস্যমুখের কিছু কথা নদীর কল্লোল হয়ে কর্ণকুহরে
ভালোবাসা মরেও মরেনা শুধু গোপনে বৃষ্টিপতন
শহর ঘুমিয়ে পড়লে মোহন মুগ্ধতায় ধরে থাকি আজও তার রেশ।

BANGLADARSHAN.COM

রিংটোনের অপেক্ষায়

নজরুল ইসলাম দীপ্তি

শুধু একটা রিংটোনের অপেক্ষায়
সারারাতের জন্মান্ধ জ্যোৎস্নায় ভিজে গেছি
ভাসতে ভাসতে ভাসমান মনের বাগান পেরিয়ে
গভীর ঘুমের ভেতর ধবল আকুতি স্বপ্নাচ্ছন্ন
টেলিফোন বেজে উঠলো, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর
একটি শিশুর প্রথম উচ্চারিত স্বরবর্ণের মতো।

উৎসারিত চোখ তুলে বর্ণপরিচয়ের
দ্বিতীয় পাতায় তুমি ভীষন ভাবে কেঁদে উঠলে
আমি জানি স্বপ্ন শূন্যতায় ফুটে উঠেছে
তোমার ঠোঁটের মতো গোপন গোলাপ,
টেলিফোন, স্বপ্নবৃষ্টি, তোমার চূড়ান্ত ইচ্ছেগুলো ভেসে যায়
বিবর্ণ স্বপ্নডানার মেঘ, তোমার ভালোবাসার শান্তনীল আকাশে।

BANGLADARSHAN.COM

আজ সারারাত তোমার আন্তরিক বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
পরে নিয়েছি তোমারই দেওয়া প্রেম গ্রীবায় অনন্ত চুম্বনের উত্তরীয় বাগল
আমার গন্তব্যের জানালায় তোমার মায়ামুখ ভেসে ওঠে
তবুও আজ সারারাত একটি অনাহত বিমর্ষ রাত্রির দুপ্রান্তে
জেগে আছি আমরা দুজনে শুধু একটি রিংটোনের অপেক্ষায়।

নিঃশব্দে ভালোবাসা প্রকাশ

ধর্মেন্দু বিশ্বাস

নিঃশব্দ করাঘাতে আজও ঘুম থেকে
জেগে তোমাকে খুঁজি।
অনেক চোখের দিকে তাকিয়ে
শুধু বিনিদ্র রাত ডাকে
সহস্র পথের সারি।
একটা ছোঁয়া-একটা অনুভূতি
একটা শব্দও না করে-নিঃশব্দে,
আমার ভালোবাসার প্রকৃত প্রকাশ।
স্পর্শ দিয়ে বুঝতে পারলাম
বিশাল আকাশ আর তারা,
মনের নিভৃতে একটা ছবি
অনেক স্বপ্ন, অনেক মুখ
তবুও, তোমাকেই দেখেছি অন্ধকারের মধ্যেও
নিরিবিলি একটা কথার সাথে
আমার সাহস আমার ভালোবাসা।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের শেষে

রীতা দত্ত

রূঢ় জীবন যেখানে প্রাণ পায়
নদী যে মোহনায় মেশে, মেঘ যে
আকাশের নীলে ভেসে থাকে
শুধু সেইখানে তোমার মুখ
দেখি ব্যথিত হৃদয়ে।
ক্লান্ত মুখ, উদাস নীল স্বপ্নে
বিভোর দুটি আঁখি, কামরাঙার
মতো দুটি অধর এবং মলিন হাসি
আমার মনে জাগায় বিপুল পিপাসা
আর তখনই স্তব্ধ হয়
পৃথিবীর রাত্রি ব্যাপী কোলাহল,
পুণ্য প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয়
স্নান সারে ধূসর মৃত্তিকা।

BANGLADARSHAN.COM

কেউই বুঝতে পারিনি

নরেশচন্দ্র মজুমদার

ইচ্ছে না থাকলেও সাংসারিক পরিস্থিতিতে
তোমার পাত্র বদলের সোহাগী লগ্নে বসতে হয়েছে।

আবেগ চেতনাবোধ না মানতে চাইলেও
ভাগ্যর নিয়ন্ত্রণ মানতে হয়েছে দু চোখের জলে।

জড়িয়ে যাওয়া বন্ধন ছিঁড়ে আরেক নতুন মায়া
রচনা করতে যাওয়ার ভিতর যে অন্তর্দহন তা
অন্য কেউ বুঝতে পারে না। আর বুঝিয়ে বলাও যায় না।

এই দগ্ধতার পোড়া আগুনে জ্বলেও
পোড়াতে চাওনি প্রথম আবেগী আকাঙ্খা।
তা অনুভব দিয়ে বুঝেছি।

BANGLADARSHAN.COM

গোপন করে রাখা লাজুকতা আঁচলের স্নিগ্ধতায়
জড়িয়ে বলেছিলে এ জীবন উৎসর্গ করলাম
তোমার জন্য।

অথচ অন্য হাতের ছোঁয়া ভাবতেই আতঙ্ক ছড়ায়
সারা শরীর জুড়ে।

পরিস্থিতির ঘটনাবলী জীবনকে অনাকাঙ্খা দিয়ে
এভাবে বিচ্ছিন্ন করে তা সম্পর্কদ্বয় না চাইলেও যে হয়
তা কেউই বুঝতে পারিনি।

একটি কবিতার জন্ম

উৎপল মাহাতো

বাস থেকে নেমে যার ছায়া মাখো
জানো কি জানো না জানি না
তার নীচে প্রতিদিন
একটি কবিতার জন্ম হয়
পৃথিবীর আলো সে দেখেনি কোনোদিন

পাশাপাশি যেতে যেতে মনে হয়
তোমাকে শোনাই যদি সে স্বপ্নের ইতিহাস
কত কথাইতো হয় যার কোনো মানে থাকে না
তবু যা বলার তা বলা হয়নি

সেদিন যেমন কাছে ছিলে আজও তা আছো
দূরের ব্যবধান তবু বেড়েই গেল
নিজেকে কোথায় রেখেছ জানি না
তোমাকে তোমার মধ্যে আজও দেখিনি
কবিতা হয়েই থাকো তবে স্বপ্নের অন্ধকারে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মুঠিতে শুধু সাদা ধোঁয়া

নীল নাগ

দরজা খুলে অথবা বন্ধই রাখি
দেখতে পাই
স্বপ্ন সিঁড়ির উপর দিয়ে কুয়াশায় ভেসে ভেসে
সে সাইকেল চালিয়ে যায়
গায়ে বরফের চাদর
ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে রাঙা পলাশ
নদীর ওপার থেকে ভেসে আসে
তার অপার্থিব সুর
ল্যাম্পপোস্টের নীচে তার হাসির কদমফুল
আবার একলা ঘরে পরিপাটি ত্রুটিহীন অতিথি-সৎকার
নীলকণ্ঠ পাখি নীলসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর
যায় আর আসে
তার বরফে স্নিগ্ধ-হুল
প্রোজেকটার মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে আলোর হাত
হাত বাড়াই
আমার মুঠিতে শুধু অশরীরী সাদা ধোঁয়া।

BANGLADARSHAN.COM

পালক ঝেড়ে

উত্তম চৌধুরী

হঠাৎ কোনও দুঃসময়ে আসো যদি
বাইরে নানা বিজ্ঞাপনের দেয়াল লিখন
মুছে যাবার চোখ ফেরাতেই অন্যমুখে

বাতাস থেকে কেড়ে নেব তৎক্ষণাৎই
একে একে আপত্তিকর শব্দাবলি

নষ্ট নদীর কৌতুহলী হাজার চোখে
নেমে আসবে অসম্ভাব্য পিচরঙা শোক

হঠাৎ কোনও দুঃসময়ে আসোই যদি
আসবে তা কি হলফ করেই বলতে পারি

তবু কেমন ইচ্ছেগুলোর অদম্য ভাব
হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দাতে
মুখোমুখি দীর্ঘায়ত জীবনযাপন

এই নিয়ে সব স্বভাবসিদ্ধ গল্পটল্প
ভোর না হতেই পালক ঝেড়ে উড়তে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

ঝরে যাচ্ছে পাতা

শুভ্রনীল

ফিরে আসতে আসতে তোমাকে ফেলে আসছি
শীর্ণকায়া নদীটির পাশে
দু চাকার সাইকেলে বয়ে যাচ্ছে শীতের দুপুর
প্রান্তিক শিশুদের মায়ের আঁচল
উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়
উড়ে যাচ্ছে আমার এক চিলতে স্মৃতি
আঁচলের প্রান্তসীমা ধরে
গরানের রূপসী ছায়ায়
যেখানে অপেক্ষা সাজিয়ে বসে আছো তুমি!

BANGLADARSHAN.COM

নীরবতা

অনিমেষ রায়

বুকের ওপরে বুক ওঠা নামা করে
ক্রমাগত ছন্দে ছন্দে
শব্দরা মিশে যায় শান্ত নিঃশ্বাসে
স্তব্ধতার শান্তিতে ঢাকা ক্লান্ত অন্ধকার
গভীরে ডুবে যায় চরাচর
মুহূর্তের হিমেল হাওয়ায় গতিশীল স্নায়ুরা
কর্তব্যে অবিচল রাতের মৃদু বাতিটা
সমুদ্রের নীল অতলে ডুবে যায়
ক্লান্ত শরীরের বর্ণমালা
অজানা শব্দে ভেঙে যায়
শরীরী রাতের নীরবতা।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টিকথা

অরুণাভ রাহারায়

তবে কী তোর দৃষ্টি হতেই বৃষ্টি পড়ে
শব্দবাতাস নিদেনপক্ষে নড়ে চড়ে

এ পাড়াতে যখন তখন বৃষ্টি হলে
ঘন শ্রাবণ চিত্রকল্পে পাখনা খোলে

নদীর জলে ওই চেয়ে দ্যাখ ফাৎনা দোলে
স্বপ্নভিজে বৃষ্টিবাদল মাদল বোলে

এবার যদি রাতবিরাতে আলো ওঠে
বাগানের পাশ কাটিয়ে জোনাক ছোটে

একসূত্রে উঠে আসছে আকাশচারী
যদি সেও পাহাড় পাড়ায় দিচ্ছে পাড়ি

BANGLADARSHAN.COM

অন্যরকম বর্ষা পেলেও রৌদ্র আঁকি
অদূরে একপশলায় পাতার ঝাঁকি

শ্রাবণ মাসে তা কখনো দিসনি আড়ি
তবে শোন আজ থেকে তুই বৃষ্টিনারী।

শুধু তোমার জন্যে

সুরজিৎ সিনহা

যৌবনের ঊষালগ্নে একটি সদ্যজাত লাল গোলাপ
দিয়েছিলে তুমি
স্থায়িত্ব; গোলাপের সতেজতা।
তোমার অসম্মতির ছোবলে
আমার শিরায় শিরায় বিষ;
দূরত্বে স্তব্ধ হয়েছে প্রিয়কথা,
চাওয়া পাওয়ার অন্তরালে
সঞ্চয় শুধুই কিছু স্মৃতি;
বৃন্ত হতে ঝরে যাওয়া ফুল
মিশেছে রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে।
তবুও
একবুক জমানো যন্ত্রণা নিয়ে
বেঁচে থাকা
শুধু তোমার জন্যে

BANGLADARSHAN.COM

অতৃপ্ত হৃদিকথা

চিন্ময় বিশ্বাস

তুমুল হৃদয় নিয়ে বসে আছি সেই কোন ভোর থেকে

যেন অবারিত নীল আশমান
পলে, অনুপলে তারই আহবান
তবু কোনও পাখি করেনি যে চান
ডানায় রৌদ্র মেখে।

ছড়ানো ছিটানো শস্যের কণা
তারই সন্ধানে নিহিত প্রেরণা
তবু সেই পাখি ফিরে গেছে নীড়ে
মৃত ছায়া ফেলে রেখে।

তুমুল হৃদয় নিয়ে বসে আছি সেই কোন ভোর থেকে

BANGLADARSHAN.COM

যেন সমুদ্র অগাধ, অথৈ
খুঁজে পাবে তল ডুবুরি সে কৈ?
মুক্তো মানিকে এ রত্নাকর
অর্পনে কত জেগে

কোনও নাবিকের হল দিকভুল
কেউ পেল খুঁজে আর কোনও কূল
অবগাহনের স্বাদ যেন কারও
রসনায় আছে লেগে!

তুমুল হৃদয় নিয়ে বসে আছি সেই কোন ভোর থেকে

সারাংশ

সুদীপ্ত মাজি

পাঁচটা-দশটা ফুটো পয়সার ঝনঝন আর
অ্যাসপিরিনের রুপো-রাঙতায়
ভরে যাওয়া লাল পলাশের দিন

টিউশনি ড্রপ! উদাস পাগল
পাখি উড়ে গেছে, শূন্য খাঁচাটি
কাঠবেকারের হাল সঙ্গিন

চপ্পল আঁটা সেফটিপিন আর
কামনো হয়নি দাঁড়ি-গোঁফ তার
চায়ের দোকানে বেড়ে গেছে ঋণ

‘প্রেম’ বিষয়ক গবেষণা এই
সারসংক্ষেপে, হৃদিজীবীগণ
ছায়ায় দাঁড়িয়ে নোট করে নিন!

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম দেখা

আবদুস শুকুর খান

প্রথম দেখা সেই কবে, তারপর
কতদিন হল পার
এখনও এল না সম্মতি তোমার!

স্বপ্নে এখনও চোখে চোখ রেখে বলি
ও মেয়ে, এক হাতে বাজে না যে তালি
ভালোবাসা পেতে হলে
বুক গুঁড়ো করে দিতে হয় হৃদয়াঞ্জলি।

আচম্বিতে স্কুল করিডোরে দেখা মুখ
আজও পোড়ায়
শূন্যে শূন্যে কথা বলে, বলায়
এই মধ্যবয়সে এসে
আজও চাঁদ তুমুল হেসে
অপরূপ রমণী রূপে ছুঁয়ে যায়।

প্রথম দিনের দেখা চোখের কৌতুক
আজও করে লাবণ্যময়
আজও মারে, দগ্ধায়
আজও করে স্মৃতিভুক।

BANGLADARSHAN.COM

বিষয় যন্ত্রণা

চপল বিশ্বাস

কিছুতেই মনে রাখতে পারি না সেই নারীর মুখ
কিছুতেই ক্লান্ত করতে পারি না নিজেকে
কিছুতেই মনে রাখতে পারি না অতীতের যন্ত্রণাগুলো
কিছুতেই মনে রাখতে পারি না সেই নক্ষত্রহীন রাতকে

অন্ধকার জলকল্লোলে বেজে যায় স্টিমারের সিটি
বুকের নিচে স্পষ্ট অনুভব করি
তপ্ত বালির উপর হেঁটে যাওয়া
সেই তীব্র যন্ত্রণা.....

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসলে

তপনকুমার মাইতি

ভালোবাসলে সব মানুষের মুখ সুন্দর দেখায়
তখন শত্রুর দিকে হাত বারিয়ে বলা যায় ‘বুকে এসো’
তখন ঝরা ফুল হাতে নিয়ে বলা যায় ‘বৃন্তে ফিরে যাও’
তখন ছোট ছোট লোভ ও ঘৃণাগুলো নক্ষত্র হয়ে যায়
তখন অচেনা মানুষের দুঃখের ভেতর দাঁড়ানো যায়।

ভালোবাসলে পাখি নেমে আসে গাছ থেকে
মেঘ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে

ভালোবাসার মতো এমন স্বচ্ছ আয়না আর একটিও নেই।

BANGLADARSHAN.COM

এখনো কি প্রেম জাগরূক

দীপ্ত মুখোপাধ্যায়

সাবধানে নেমেছিলে স্রোতবতী পাহাড়ি নদীতে
ভিজেছিল কাপড়ের পাড় শুধু
প্রখর জলের টান সামলাতে ধরেছিলে
প্রথম পুরুষ হাত, সকালের গোলাপী চাঁদ সেই প্রেম
বনবাংলার ছাতে জেগে দেখেছিল।

তোমার এখনো প্রেম আছে, মনে আছে, অন্যদেশে
প্রবালের ছোঁয়া লাগা সামুদ্রিক ঢেউ,
সোনারোদে চিকন বালিয়াড়ি খোলা পড়ে থাকা?

সব নীরব প্রকৃতিতে তুলে এনে এই শহর-শরীরে
মিশিয়েছে কেউ যেন। যখন ঝুলবারান্দায়
বর্ষার বিকেল দেখো, পায়ের নিচেই কল্লোলিত জলে
ভেসে যায় সময়, ঝিকমিকে বিকেলের আলো।

BANGLADARSHAN.COM

হার

পান্নালাল মল্লিক

সামনেই যে নদী
তার সারা গায়ে বালির আস্তরণ,
কি করে শয়ন পাতি তোর কূলে
তুই যে তৃষ্ণা হয়ে শুকিয়ে মারিস ভালবাসা
লবণ নদীর ধারা।

সামনেই যে মাটি
তার সারা গায়ে ঘাসের আস্তরণ,
কি করে শয়ন পাতি তোর বুকে
তুই যে চন্ডাল হয়ে পুড়িয়ে মারিস ভালবাসা
রূপ কানোয়ার।
তুই বল কি করে বাস নেব
তোর বুকে কাঁটা লতা, বিষফুল,
চারপাশে নিষেধের তর্জনী
হেরে গেলাম ভালবাসা, অহল্যার প্রতীক্ষায়।

BANGLADARSHAN.COM

শকুন্তলা বেশে

স্বপন বক্সী

এই নতজানু হয়ে রইলাম তোমার কাছে
আমার স্নান সারা,
পরখ করে দ্যাখো সারা শরীরে
গঙ্গামাটির পেলব পবিত্রতা,
আমার বাহুতে ফুলের বাজুবন্ধ
চিকন কালো চুলে পলাশ ফুল
কানে ঝুমকো জবার দুল,
ললাটে তিলক, চন্দন মালা।
একবার চোখ খোলো, দ্যাখো আমাকে
আমার সকল অহঙ্কার সাজসজ্জা
ফেলে এসেছি গঙ্গার জলে।

BANGLADARSHAN.COM

এবার আমায় পুড়িয়ে গলিয়ে শতবার দ্যাখো
খাদ আছে কিনা
কতটা আসল মেলে।

একবার চেয়ে দ্যাখো নতজানু তোমার কাছে
শকুন্তলা বেশে।

রূপকথা

শাশ্বত হাজরা

ঝলমল জলে চিকচিক অগোচরে
বারবার শুধু নিজের সাথেই দেখা
শ্রাবণের জলে তবুও ব্যাকুল ছোঁয়ায়
ফিরে ফিরে আসে গোপন বৃষ্টি ব্যথা।
অনেক প্রহর পার হয়ে গেল আজ
রাত্রি হারিয়ে পাইনি তোমার দেখা
লতায় পাতায় মেঘমালা ভালোবাসা
সোনার কাঠিতে আছে শুধু রূপকথা।

BANGLADARSHAN.COM

তোমায় চেয়ে

মৌসুমী মন্ডল

আকাশের সমস্ত নীলিমা নিয়ে
তোমাকেই দিয়েছিলাম একদিন
কৈশোরের গোলাপি ওড়নার আঁচলে
খেলা করা সেই একঝাঁক সোনালি প্রজাপতি
উড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমারই কাছে।
বহু যত্নে বুকের ভেতর গোপনে
লুকিয়ে রাখা লাল, নীল, সবুজ পাথরগুলো
তোমায় দিয়ে বলেছিলাম, ভালোবাসি
বিনিময়ে যন্ত্রণার নোনাজল সমস্ত দু-চোখে।

পাথরগুলো তোমার কাছেই থাক
দেখো একদিন নিজে নিজেই ফসিল হয়ে উঠবে।

BANGLADARSHAN.COM

ভোরবেলার স্বপ্ন

মৃগাঙ্কশেখর গাঙ্গুলী

আমার ছেলেবেলার খেলার ঘরে
পড়ে থাকে একলা চেয়ার
বাইরে তখন ইলশেগুড়ি
বৃষ্টি পড়ে।
জানিস! চুরি
গেছে আমার আসবাব সব
বসতে দে'য়ার
কিচ্ছুটি নেই।
কিচ্ছুটি নেই
ঘরগোছানোর
একটা শুধু ফটোফ্রেমে
বাঁধা ফাঁকা হাইওয়েটা
কিছু বলতে গিয়েও গেলি থেমে
কী খবর তোর?
গায়ে দেখছি আমারই বোনা সেই সোয়েটার।
মনে আছে বলেছিলিস
'ছেলেরা আবার উল বুনতে শিখল কবে!'
আমরা সবাই ফিনিক্স' পাখি
অ্যাশট্রে থেকে জন্ম নিলাম এই তো সবে।

BANGLADARSHAN.COM

মুখ তুলে দ্যাখো

অক্ষয়কুমার সামন্ত

আমার হৃদয়
অবাধ্য
পালকে সাজানো।
সাহসী ডুবুরির মতো
তোমাকে ডুবিয়ে রাখি
আমার নির্জন হাসির অতলে।

বারান্দা আছে বৃষ্টিও আছে
নেই তোমার পায়ের শব্দ
কংকালসার মেঘগুলো জড়ো হয়
অসম্ভব দুঃখে
আমার কান্না ব্যাকুল হয়
শীতল স্মৃতির আলিঙ্গনে

BANGLADARSHAN.COM

একাবার মুখ তুলে দ্যাখো
যে স্বপ্ন তোমার কাছে নিজের মতো
সে স্বপ্নে কতটা স্বাধীন তোমার অপলক দ্যুতি.....

মনকেমনের উৎসব

নীল কাশ্যপ

সেবার ভ্রমণে টানাচোখের সেই রাজস্থানি মেয়েটি
ছিল আমাদের গাইড। সালোয়ার, পাজামা, কুর্তায়
সে ছিল বেশ সাবলীল। তাঁর শরীরী বিভঙ্গে জড়ানো
ছিল ডগার সাহস, শঙ্খের মতন তাঁর গায়ের রঙ;
দু'মুঠোর ভাঁজে ধরে রাখত সে রহস্যের দানা
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত মন যখন সে শোনাত রাজস্থানি দোঁহা
জয়সলমির, চিতোর, রাণাপ্রতাপ, পদ্মাবতীর গল্প।
তাঁর ইঙ্গিতে কথার পাখিরা এসে বসত ইতিহাসের
সিঁড়িতে, একান্তে একটা ছবির মতো। প্রাসাদের আলো
নিবিয়ে জ্যোৎস্নার নির্জনতায় সে শুনিয়েছিল রাজস্থানি গান।
পিচ্ছিল রাস্তার জলটা পেরবার সময় একবার সে
কাছে এসে ধরেছিল হাত, মুখে কৌতুক-হাসি। অরণ্য ছেড়ে
হরিণীরা ছুটে এসেছিল নিঃশব্দে তার চোখের ভেতর।
মাত্র ক'টা দিন, কয়েকটা প্রহর। আমার চাওয়ার প্রান্তরে
দাঁড়িয়ে সেই পরদেশিয়া দিয়েছিল একঝিনুক ঠান্ডা বাতাস।
রোজ রাতে আমার কবিতায় বসাই তাকে মুখোমুখি,
অলীক জানালার আড়ালে ডেকে ওঠে অচিন পাখি
অচেনা রঙে ভরে যায় ঘর! টানা বারান্দায় পা রাখে
কুয়াশা। জ্যোৎস্নার নদী বেয়ে অস্পষ্ট নৌকোটা দাঁড়ায়
এসে ঘাটে। আমার গায়ে তার ভালোবাসার গন্ধ।
স্বাতীলেখা, এসব কথা তোমায় কখনও বলা যাবে না
সব সত্যি কি ভাগ করা যায়?

BANGLADARSHAN.COM

তবু তুমি আনন্দ অভিমুখী

শিবুলাল কুন্ডু

একটু আগেও কানায় কানায় ছিল জলের ছলাৎ
দেখতে দেখতে সে ছলাৎ এখন
চলে গেছে বহুদূর।
তোমার বুকে এখন কোথাও বালুময় চরা
কোথাও ইতস্ততঃ সবুজ তৃণভূমি।

বর্ণময় আপেক্ষিক সত্যের পথে তোমার বয়ে চলা,
অভিমুখ বদলে গেছে বহুবার বহুদিক,
জোয়ারের উচ্ছ্বাসে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে
কতবার পঙ্কিল আবর্তে গিয়ে করেছ খেলা।

কখনও বা অজান্তে মিশে গেছে
কোনো বিষধরা তোমার স্রোতে,
বর্ণময় আপেক্ষিক সত্যের পথে তোমার যে চলা,
এসব তারই এক খন্ড প্রকাশ।

খন্ডপ্রকাশের নিরিখে,
কোথাও তুমি আজ হয়েছ অপেয়,
কোথাও বা মামুলি ব্যবহার উপযোগী।

কিন্তু আমি গভীর প্রত্যয়ে জানি,
কোনো এক শুদ্ধসত্ত্ব উৎস থেকে উৎসারিত তুমি,
যতই থাক না তোমার অভিমুখ বদলের পঙ্কিল স্মৃতি
তবু তুমি, অখন্ড প্রশান্ত এক আনন্দ অভিমুখী।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি কেমন আছ

নিখিলেশ বিশ্বাস

সে কথা জানে না কেউ
জেনেছি শুধু আমি।
হাসির আড়ালে তুমি লুকাও দুঃখ,
অভিমান রেখেছো চেপে গভীর গোপনে
কেন?
তার কোন দোষ নেই
সে তো তোমাকেই.....
অভিমান কি তোমার একার?
অগ্নিবীণার ঝংকারে সে যে ঘুরছে অনর্গল
তাকে যে সবাই কাঁদায়!
আকাশ তার সান্ত্বনা, মেঘেরা তার স্বপ্ন
অকূলে ভাসায়ে তরী সে হয়েছে লবণাক্ত।
তুমি তাকে চিনতে পারনি
তুমি তাকে বুঝতে চাওনি
তুমি কি জানো? সে শুধু জানতে চেয়েছিল
তুমি কেমন আছ.....

BANGLADARSHAN.COM

ঢেউ

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

নৌকোটা ঝাপসা হয়ে গেলেও
থেকে যায় ঢেউগুলি
পারে দাঁড়িয়ে ফিরে ফিরে দ্যাখে যে চোখ
সেও কি নয় নদী? যদি ওই ভেতরে ঘ্রাণ ওঠে আর
ঢেউ ফোঁপায় লালন নৌকো কাল শুধু সজলের।

নদী থাক।
এবার ধরা যাক শান্ত ওই চাঁদ
রাত্রি উঠোনে সে নাভিমূল দাঁড়ালে
সব সমুদ্র যেন সব দ্রাক্ষাজল
ধারাতরলের প্রতিটি চুমোয় ঢেউ সেতারের ওঠানামা
ঢেউ লেগে লেগে পাথর প্রহরও
যেন তৈরি নর্তকী সব ঘুঙুরে।

BANGLADARSHAN.COM

‘আমার এ দেওয়াল মার্জনা কোরো’
শীতে কাটা ঘুঙুর কেউ রেখে গেছে একদিন।
সত্যিই কি কাটা!
ওই চাঁদ চাঁদে তিয়াস দুটি ঝিঁ ঝিঁ ডানায়
জাগেনি সে ঋতুরাত! রাত পিঠে পিঠে লিপিলালন!
অতল সে কেন তবে অনুনয় উঠে উঠে আসে
‘জ্যোৎস্না আমার সড়ক হবে তুমি?’

সম্প্রদান

হেলাল হাফিজ

ভাদ্রের বর্ধিত আষাঢ়ে সখ্য হয়েছিলো।
সে প্রথম, সে আমার শেষ।

পথে ও প্রান্তরে, ঘরে,
দিনে ও রাতে, মাসে ও বছরে
সমস্ত সাম্রাজ্য জুড়ে
সে আষাঢ় অতোটা ভেজাবে আমি ভাবিনি কসম।

আমার সকল শ্রমে, মেধা ও মননে
নিদারুণ নম্র খননে
কী নিপুণ ক্ষত দেখো বানিয়েছে চতুর আষাঢ়।

একদিন
সব কিছু
ছিলো তোর
ডাক নামে,
পোড়ামুখী
তবু তোর
ভরলো না মন,
এই নে হারামজাদী একটা জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

যদি পারো

শিবাশিস দেবরায়

সেই প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে শিখেছিলাম

প্রতিদিন নতুন নতুন সম্পর্কের হাত ধরে
একা হয়ে যাই

না, আমার সঙ্গে এসো না কেউ

প্রিয়মুখ? তবুও এসো না
যদি পারো লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে শিখে নাও

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

বিবেকজ্যোতি মৈত্র

তুমি তো জান না আজ মুহূর্তের স্মৃতিটিরও কতটুকু দাম
সময়ের সীমা তার গতি দিয়ে
ঘিরে ধরে রাখে।
ট্রাম আসে, স্টপেজে স্টপেজে বাস থামে
অলস মন্থর এই দুপুরেও
প্রহরে প্রহরে।

হয়ত তখনও ভাবি
আধপোড়া সিগারেটটুকু পায়ে চেপে
তার জ্বলা নিভিয়ে দিয়েও
আকাশে সূর্যের পাশে মেঘ ঘিরে আসে
ছায়া ঢাকে রোদে,
বৃষ্টির আশ্বাস আসে মনে,
কত লোক কত তার প্রয়োজন নিয়ে পথ চলে।
সময়ের শিকলের নাগপাশ জড়িয়ে গলায়
আমি ভাবি,
মুহূর্তের স্মৃতিটিরও আজ
তুমি তো জান না কত দাম।

BANGLADARSHAN.COM

রক্তপলাশ

স্বরূপ চন্দ্র বিশ্বাস

গভীর ব্যথার মতোই জেগে আছো
বুকের ভিতর
সারাদিন হাঁটি হাঁটি পা পা
শহরের ক্লান্ত রাস্তায়
ফুল ঝরে গেছে বিষণ্ন বাতাস নিয়ে
হৃদয়ের অলিন্দ জুড়ে তবুও সুবাস
অন্যকোন বসন্ত উৎসব

এক আকাশ উদারতা নিয়ে তুমি ছিলে
কবিতার প্রতিটি নিঃশব্দ উচ্চারনে
পান্ডুলিপির কাটাকুটি খেলায়
জীবনের বোধে
সময় ভাঙার অসময়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত জীবন জুড়ে কানামাছি খেলা
বেচা কেনা দরদাম
আপসের সহবাসে হারিয়েছে অভিমান
ভালোবাসার সন্ধ্যাপ্রদীপ নিভে গেছে
নিদারুন যন্ত্রণায়
বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় বিশ্বাস
ছায়াপথ জুড়ে পড়ে আছে
কবেকার বাসিফুল।

সময় অনেক কিছুই নিয়েছে কেড়ে
কতশত সাদাকালো ছবি,
তবু গভীর ব্যথার মতোই
তুমি জেগে থাকো
বুকের রক্তপলাশে!

তুমি

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

কেন ঐ রূপের ছটায় আগুন জ্বালো?
প্রদীপের শিখার মতো আলোর কাঁপন জাগিয়ে তোলো?
তোমার চোখের বর্ষাতে, নিজেকে যদি ভিজিয়ে দিই
বাতাস হয়ে তোমার মাঝে নিজেকে যদি মিশিয়ে দিই
তখন তুমি অঝোর ধারায় কাঁদবে তো?
প্রেমের ভাষা আগুনরঙে, রাঙাবে তো?

কেন যে গহন কালো চুলের ছটায়
আরশিটাকে পাগল করো
তোমার অধর রাঙা হলো
আগুন ঝরা উষ্ণ বিকেল হঠাৎ করে শীতল হলো
পাগল বাতাস বলছে শোন
এবার আমায় বিদায় দাও
হৃদয়বীণা হঠাৎ কেন সাঁঝ আকাশে বাজিয়ে দাও?
তখন তুমি একলা রাতে
শ্রান্ত হৃদয় ক্লান্তদেহে আমার কথা ভাববে তো?

এখন আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো
রূপসীর রূপের কথায় শান্তহৃদয় সাগর হলো
দীপের শিখার স্নিগ্ধ আলো
তোমার আঁচল আড়াল করো
এখন তুমি আমার কথা একলা মনে ভাববে তো?

BANGLADARSHAN.COM

দুঃখ

স্বপন পাঁজা

কিছুটা রেখেছি বুকে কিছু ঘাসে কিছুটা নদীতে
আকাশেতে কিছু কিছু উড়িয়ে দিয়েছি!

জমা হলে আরো কিছু ভ্রমে বা ভ্রমণে
ভাগে বা বিয়োগে যাবো এভাবেই আমি
কিছুটা বৃষ্টিকে দেবো বাতাস কিছুটা চেয়ে নেবে
বাকিটা অবশ্য আমি আগুনে পোড়াবো!

তোমাকে দেবোনা নারী, তোমাকে এসব দিতে পারি!

BANGLADARSHAN.COM

আজ বেহুলা

কোয়েল মুখার্জী

বেহুলা, কোন প্রাচীন কালে তুমি নাকি
রক্ষা করেছিলে তোমার সিঁথির সিঁদুর
এখন তো তুমি মূর্তিকল্প
আমি প্রতিটি নারীর চোখে চোখ রাখি
আর খুঁজি তোমাকে
খুঁজতে খুঁজতে কখনও বা চোখের তারা কেঁপে ওঠে
তোমারই মতো ভালোবাসায়।

গাঙুরের জলে এখনও ভেসে যায় স্বপ্নময় স্রোত
আমি খুঁজি তোমাকে
নদীর স্রোতের মতোই
ভালোবাসার মতোই
খুঁজে যাই
তোমার মতো
শুধু তোমার মতোই একজন বেহুলা।

BANGLADARSHAN.COM

মাটির কলস

রমা ঘোষ

তোমার পায়ের কাছে হয়েছি আনত
গ্রামের বালিকা মেয়ে, জানি না প্রেমিক এলে
কী কী হয় দিতে,
দু-একটি লোকগীতি, অরুণমালার গল্প
এই মাত্র জানি।
স্বীকার করছি আমি রূপহীনা কালো,
আমার কুটিরে এসো তখন দেখাব
কেমন গভীর লাল ভিতরের আলো।
চোখ ঝলসানো কোনো ছবি নেই দরজায় আঁকা,
কেবল মাটির রূপ, মাটির মমতা।
আমিও মাটির মেয়ে, কলসের মাটি আর
মাটির কলস।

BANGLADARSHAN.COM

অন্তরীণ

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

সে অনেকদিন আগেকার কথা।
একটি ছেলে থাকত দুঃখ পেরিয়ে
আর মেয়েটি ছিল ইচ্ছা ডানায়।
মেয়েটির নাম বোধহয় বনলতা
ছেলেটি হয়ত অবিনাশ, সমুদ্রউত্তাপ।
ছেলেটি একদিন বলল, কি যেন বলবে বলেছিলে
মেয়েটি বলল, চলো জ্যোৎস্নার কাছে যাই।
পথে কত নদী, গল্প বলা নগর
বাড়ি ফেরা শঙ্খচিলের সহজ ডানার ভিতর
ওরা জ্যোৎস্নার কাছে গেল।
কত কি খুঁজলো ছেলেটি আকাশের তীব্র বিস্তারে
বিরহে, ভালোবাসায়
অবিকল পলাশের রঙে।
জ্যোৎস্নায় মাখামাখি মেয়েটিকে বলল
কি যেন বলবে বলেছিলে
অন্তহীন প্রশ্রয়ে, মুখোমুখি

ভোরের হলুদ আলোয় চিত্রিত রাত ফিরে গেল
কবিতার পাণ্ডুলিপি পড়ে রইল পলাশের বনে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥